জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আইয়ুব খান মাথা হেঁট করে চিরদিনের জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। পাকিস্তানের নতুন সামরিক সরকার নির্বাচনের ঘোষণা দিল। তাদের হিসাব ছিল খুব সহজ, তারা দেখে এসেছে রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে শুধু বিভেদ আর অনৈক্য, কাজেই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কেউ সরকার গঠন করতে পারবে না, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় থেকে যাবে যতদিন তাদের ইচ্ছে।

তাদের হিসেবে অনেক বড়ো একটা ভুল ছিল, তারা বঙ্গবন্ধুর সত্যিকারের ক্ষমতা অনুমান করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখিয়ে একতাবদ্ধ করে রেখেছেন। তাই সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু দুইটি সিট ছাড়া বাকি সব সিট পেয়ে গেলেন। এখন তিনি শুধু বাঙালিদের নয়, পুরো পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা, এই প্রথমবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে একজন বাঙালি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেটা কেমন করে মেনে নেবে? শুরু হয়ে গেলো কুটিল নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১ মার্চ হঠাৎ করে ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত গণপরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে দিলেন, খবরটা প্রচারিত হবার সাথে সাথে পুরোদেশ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, মুহূর্তের মাঝে ঢাকা নগরী হয়ে গেল মিছিলের নগরী!

পৃথিবীর মানুষ তখন অবাক হয়ে দেখল একজন মানুষ কেমন করে একটি দেশ হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর একটি তর্জনী হেলনে পুরো দেশ থমকে দাঁড়াল। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর অসহযোগ আন্দোলনে পুরোদেশ রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনে নয় বঙ্গবন্ধুর মুখের কথায় পরিচালিত হতে লাগল। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ সেই সময়কার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর জগৎ বিখ্যাত ভাষণ দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। যেটি ছিল স্বাধিকারের সংগ্রাম, সেই মুহূর্তে সেটি স্বাধীনতার সংগ্রামে পালটে গেল। তখনো কেউ জানতো না রক্ত যদি স্বাধীনতার মূল্য হয়ে থাকে তাহলে কতো মূল্য দিয়ে এই স্বাধীনতা কিনতে হবে।

পরের ইতিহাসটুকু আমরা সবাই জানি–সেটি ছিল আত্মত্যাগের ইতিহাস, বীরত্বের ইতিহাস এবং অর্জনের ইতিহাস। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে মধ্যরাত থেকে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম গণহত্যা শুরু হয়ে গেল, গ্রেপ্তারের পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে গেলেন। তাঁকে পাকিস্তানের একটি বন্দিশালায় বন্দি করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হতে থাকে। পাকিস্তানের বন্দিশালায় বঙ্গবন্ধুর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, শঙ্কাহীন অবিচল বঙ্গবন্ধু তাঁর শেষ ইচ্ছাটি জানিয়ে দিলেন, মৃত্যুদণ্ডের পর তাঁর মৃতদেহটি যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নয় মাসের যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের মাটিতে লাল সবুজ পতাকার বুকে সোনালি বাংলাদেশ আঁকা পতাকাটি উড়তে শুরু করে। সেই পতাকায় লাল সূর্যটি কত রক্ত দিয়ে আঁকা হয়েছে, কত অশ্রুতে সেটি সিক্ত রয়েছে তার ইতিহাস তখন পর্যন্ত জানে শুধু স্বজনহারা আপনজন। বিজয়ের পর সারা পৃথিবীর চাপে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর দেশের মানুষের কাছে ফিরে এলেন জানুয়ারির ১০ তারিখে। মানুষের ভালোবাসার সেই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের মতো সেই অনুপম দৃশ্যটি এভাবে পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা নেই।

১৯৬৯ সালে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার স্পেশাল ট্রাইবুনালের পথে বঙ্গবন্ধু

দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠনে হাত দিলেন। দেশে তখন লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষ, পিতৃহারা পরিবার, সন্তানহারা মা, লাঞ্ছিতা নারী, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, হতদরিদ্র জনগণ। তাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, পরনে কাপড় নেই, মুখে খাবার নেই। দেশে রাস্তাঘাট নেই, সেতু নেই, যানবাহন নেই, স্কুল নেই, কলেজ নেই, লেখাপড়ার বই নেই, খাতা নেই। অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, শুধু মানুষের বুকে বিশাল একটা প্রত্যাশা। নুতন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র, বৈরী আবহাওয়া, দুর্ভিক্ষের প্রতিধ্বনি এরকম অসংখ্য প্রতিকূলতার মাঝখানে বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু করলেন। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় এক বছরের ভেতর জাতিকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দিলেন। তিনি জানতেন দেশকে পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ হচ্ছে শিক্ষার পুনর্গঠন, তাই দেশে ফিরে আসার সাত মাসের মাথায় তিনি একটি শিক্ষা কমিশন তৈরি করে তার দায়িত্ব দিলেন বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদা-কে। তিনি শুধু মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি, সেটি বাস্তবায়নের জন্য দেশকে উপহার দিলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দিলেন, কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার উদ্যোগ নিলেন, শিল্পের জাতীয়করণ করলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার গ্যাস ফিল্ডগুলোর মালিকানা ছিল বিদেশি কোম্পানির। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ৯ তারিখ সেগুলো কিনে নিল বাংলাদেশ সরকার।

সপ্তাহ না ঘুরতেই আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ ভোরবেলা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম একটি হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হলো। দুধের শিশু থেকে নববিবাহিতা বধূ কিংবা অন্তঃসত্ত্বা নারীটিও রক্ষা পেল না। বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত হলো এই অভাগা দেশের মাটি। যে দেশটির তিনি জন্ম দিয়ে গেছেন সেই দেশটিকে গড়ে তোলার সময়টুকুও তাঁকে দেওয়া হলো না।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু সমার্থক, তাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আসলে বাংলাদেশকেই হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে তোলা বাংলাদেশ তার পথ হারিয়ে বিভ্রান্তির কানা গলিতে হারিয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যে অপরাধ করা হয়েছিল তার থেকেও জঘন্য অপরাধ করতে এগিয়ে এল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যুদ্ধাপরাধীর আশীর্বাদপুষ্ট সরকার। তারা বাংলাদেশের মাটি থেকে বঙ্গবন্ধুর শেষ চিহ্নটিও মুছে ফেলতে চাইলো। এই দেশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বড়ো হলো বঙ্গবন্ধুর কথা না জেনে, তাঁর ছবি না দেখে, কণ্ঠস্বর না শুনে। কেমন করে শুনবে? বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের সেই অগ্নিঝরা ভাষণ পর্যন্ত এই দেশে নিষিদ্ধ। কিন্তু যেই মানুষটি এই দেশের মানুষের হৃদয়ের গহীনে আশ্রয় নিয়ে আছেন, কোন পাপিষ্ঠ, কোন দুরাত্মার সাধ্য আছে তাঁকে সেখান থেকে অপসারণ করার?

তাই বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে ফিরে এসেছেন তাঁর পূর্ণ মহিমায়। যতদিন বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা আকাশে উড়বে ততদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ের গভীরে। বাংলাদেশের আকাশে, বাতাসে, মাটিতে। বাংলাদেশের হৃদয়ের গভীরে।

লেখক: সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ❑

\\storage\Advertisement\2020\16.03.2020\Mujib 100\TAB_7